# পিকেএসএফ পরিক্রমা

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ | পৌষ-চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ


পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ৮৮০-২-২২২২১৮৩৩১-৩৩

৮৮০-২-২২২২১৮৩৪১ pksf@pksf.org.bd www.pksf.org.bd facebook.com/pksf.org

# ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচি বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

পিকেএসএফ-এর ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচির ওপর পরিচালিত এক গবেষণার ফলাফল নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান Springer Nature কর্তৃক প্রকাশিত *Sustainable Development, Human Dignity and Choice: Lessons from the ENRICH Program, Bangladesh* শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে উন্মোচন করা হয়। পিকেএসএফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচির ওপর উপস্থাপনা প্রদান করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হালদার ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচির বিভিন্ন অনুষঙ্গের ওপর আলোকপাত করে বলেন, কল্যাণমুখী এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ চলতি অর্থবছরে ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. মসিউর রহমান বলেন, এ গবেষণায় মানব মর্যাদাকে উন্নয়নের একটি সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা অভিনব। ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচি ভবিষ্যতে আরো সম্প্রসারিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, জীবনচক্রের প্রতিটি ধাপে প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান এবং সম্পদে অভিগম্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধিই ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচির লক্ষ্য।

প্রকাশিত গ্রন্থের ওপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. এম এ বাকী খলীলী এবং ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স (আইএনএম)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তফা কে মুজেরী।

# PPEPP প্রকল্পের FCDO অংশের সমাপনী কর্মশালা

দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ এবং উন্নয়ন সহযোগী Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) অর্থায়িত Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) প্রকল্পটি ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখ পিকেএসএফ ভবনে PPEPP প্রকল্পের FCDO অংশের সমাপনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ এবং PPEPP প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন প্রকল্প পরিচালক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধূরী।

এছাড়া, FCDO এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি, PPEPP প্রকল্পের নির্বাচিত সদস্য এবং বিভিন্ন গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

# ‘প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে’

## *আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে বক্তাদের অভিমত*

প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন করতে হবে। প্রযুক্তি সবার জন্য সহজলভ্য করতে হবে। নারী-পুরুষ সবার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সমান সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে নারীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে ১৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে ‘জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে ডিজিটাল প্রযুক্তি’ বিষয়ক একটি সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

‘পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতার চর্চা এবং জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে ডিজিটাল প্রযুক্তি’ বিষয়ে সেমিনারে উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপক মোসলে রুম্মান।

সেমিনারে প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা খান এবং পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। সেমিনারে অতিথি বক্তা ছিলেন ইউনাইটেড ন্যাশনস টেকনোলজি ব্যাংক-এর ভাইস চেয়ার ও গভর্নিং কাউন্সিল মেম্বার সোনিয়া বশির কবির।

স্বাগত বক্তব্যে ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, নারীদের মধ্যে, বিশেষ করে যুব নারীদের মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। এ বিষয়ে তাদের আরও সচেতন করে তুলতে হবে। ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে আমাদের কন্যা ও পুত্র উভয় সন্তানকেই শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সাইবার ক্রাইম বিষয়েও তাদেরকে সচেতন করতে হবে। অনলাইনে কী দেখবে, কী দেখবে না - এ বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করে তোলা অভিভাবকদের দায়িত্ব।

প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে আফরোজা খান বলেন, জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীদের নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে চলার স্বস্তি দিতে হবে। নারীদের গণপরিবহনে হয়রানি থেকে সুরক্ষা দিতে জয়িতা ফাউন্ডেশন নারীদের মোটরসাইকেল কেনার জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে বলে তিনি জানান।

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, নারীদের পিছিয়ে রেখে একটি সুস্থ সমাজ বিকশিত হতে পারেনা। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া কেবল তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করলে বৈষম্য আরও বাড়তে পারে। প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজে আচরণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব। সেক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসবে।

সোনিয়া বশির কবির নারীদের ভয়কে জয় করার আহবান জানান। এই ভয়কে জয় করার শিক্ষা ছোটবেলা থেকে শুরু করার জন্য তিনি অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম। আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে। আর নারী উন্নয়নের মাধ্যমেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাম্য নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

## ECCCP-Flood প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ

Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তার সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ৩১ জানুয়ারি থেকে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত 'Refresher Training/Workshop for the Implementing Entities' (IEs') Staff' শীর্ষক প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

খুলনায় ক্রিশ্চিয়ান সার্ভিস সোসাইটি (সিএসএস) আভা সেন্টারে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকল্পভুক্ত ৮০ জন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার ৯জন ফোকাল পার্সন অংশ নেন।

একই সাথে দু'টি ব্যাচে পরিচালিত এ প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাতে-কলমে শেখানো হয়। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে সকল প্রশিক্ষণার্থীকে নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু-সহনশীল কার্যক্রম এবং উপকূলীয় এলাকার জীবন-জীবিকা পরিদর্শনের লক্ষ্যে সুন্দরবন ভ্রমণ করা হয়।

উল্লেখ্য, দেশের বন্যাপ্রবণ পাঁচটি জেলায় (লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও জামালপুর) এপ্রিল ২০২০ থেকে Green Climate Fund-এর অর্থায়নে ECCCP-Flood প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। চার বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বসতভিটা উঁচুকরণ, উঁচুকৃত বসতভিটায় অগভীর নলকূপ স্থাপন, জলবায়ু-সহিষ্ণু স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন, বন্যা-সহনশীল ফসল চাষ ইত্যাদি।

## মিনি গার্মেন্টস-এর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত

মিনি গার্মেন্টস খাতে পরিবেশগত সমস্যা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট কর্তৃক 'মিনি গার্মেন্টস-এর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন' তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায়, শিক্ষাবিদ এবং বিশেষজ্ঞ কর্তৃক এ গাইডলাইনের ওপর মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়।

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা, পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী ও অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল এক্টিভিটিস-এর মিনি গার্মেন্টস কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

এছাড়া, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষক, জাতীয় বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমি-এর বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান, এক্সেপশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রতিনিধিবৃন্দ এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

## LRMP প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ক কর্মশালা

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services (LRMP) প্রকল্পের আওতায় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বগুড়ায় মম ইন-এ 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ভবিষ্যৎ করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর গবাদিপ্রাণী খামারিদের সম্প্রসারণ সেবা (প্রশিক্ষণ, টিকাদান ইত্যাদি) কার্যক্রম চলমান রাখার বিষয়ে কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

ড. হোসনে আরা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, টিএমএসএস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মুহম্মদ হাসান খালেদ ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক ও প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী কর্মকর্তা।

# কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে চলেছে SEP প্রকল্প

পিকেএসএফ ২০১৮ সাল থেকে বিশ্বব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় পাঁচ বছর মেয়াদি Sustainable Enterprise Project (SEP)-এর মাধ্যমে কৃষি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসাগুচ্ছভুক্ত ক্ষুদ্র-উদ্যোগের ব্যবসাসমূহ পরিবেশবান্ধবকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ৪৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৩০টি উপখাতের অন্তর্গত ৬৪টি উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

**বিশ্বব্যাংক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও উদ্যোক্তাদের মতবিনিময়:** ২৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে রাজধানী ঢাকার মিরপুরে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা তরঙ্গ কর্তৃক বাস্তবায়িত SEP-এর ‘পরিবেশবান্ধব বিশেষায়িত তাঁত জাতীয় পণ্যের প্রসার’ উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন রেইজার। পরিদর্শনকালে তার নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ ৫ জন নারী উদ্যোক্তার সঙ্গে মতবিনিময় করেন ও তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য পরিদর্শন করেন। এ সময়, পিকেএসএফ-এর ইতিহাস ও কর্মপদ্ধতি, SEP-এর অগ্রগতি ও সম্ভাবনা ছাড়াও প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব ও বিশ্বমানের তাঁতপণ্য উৎপাদনে প্রকল্পের অবদান তুলে ধরে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক রংয়ের ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁত শিল্প উন্নয়নে SEP-এর অবদানের প্রশংসা করেন মার্টিন রেইজার।

**প্রশিক্ষণ:** SEP-এর উপ-প্রকল্পসমূহে কর্মরত কমিউনিকেশন ও ডক্যুমেন্টেশন কর্মকর্তাদের যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নে রাজধানীর পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ও ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দু'টি ব্যাচে ১১-১২ ও ১৫-১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উপ-প্রকল্পসমূহে কর্মরত ৬৪ কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

**প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহে SEP'র ব্যাপক সফলতা:** ‘স্মার্ট লাইভস্টক, স্মার্ট বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্য নিয়ে সামনে রেখে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ ২০২৩ তারিখে দেশব্যাপী প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী আয়োজন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এসব প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে SEP-এর আওতাধীন বিভিন্ন উপ-প্রকল্প। প্রদর্শনীতে সাতটি জেলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথম পুরস্কার লাভ করে এসব উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।

**যশোরের ফুল চাষীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত হলো ফুল উৎসব:** SEP-এর ‘ইকোলজিক্যাল ফার্মিং এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফুল ব্যবসার সম্প্রসারণ’ উপ-প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালীতে আয়োজন করা হয় তিন দিনব্যাপী এক ফুল উৎসব। ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধান অতিথি হিসেবে উৎসবের উদ্বোধন করেন যশোরের জেলা প্রশাসক মোঃ তমিজুল ইসলাম খান। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ৭০ ভাগ ফুলের সরবরাহ হয় গদখালী থেকে।

# তেল ফসল চাষ সম্প্রসারণে সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সাফল্য

ভোজ্য তেলের আমদানি নির্ভরতা কমাতে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পিকেএসএফ এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। এক ফসলী জমিকে দুই ফসলী, দুই ফসলী জমিকে তিন ফসলী এবং তিন ফসলী জমিকে চার ফসলী জমিতে রূপান্তরিত করতে পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ‘তেল ফসল চাষ সম্প্রসারণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি’ বিষয়ক বিশেষ প্রকল্প যা ৩টি সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের ৩১টি জেলার ৭৯টি উপজেলায় কৃষকদেরকে সরিষা চাষে উৎসাহিত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বোরো মৌসুমে ১,২১০ হেক্টর জমিতে ১,৭২০ টন সরিষা উৎপাদন করা হয়েছে। সরিষার জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে বারি সরিষা ১৪, ১৬, ১৭, ১৮ এবং বিনা সরিষা ৪ ও ৯। উৎপাদিত সরিষা স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াজাত করে তেল উৎপাদন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে পিকেএসএফ ভোজ্য তেল উৎপাদনে জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান রাখছে।

বিশেষ উদ্যোগ

## যতটুকু প্রয়োজন, কেনা যাবে ততটুকু মাংস

জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলার ফুলদীঘি বাজারে মুরগির মাংস কিনতে গেছেন রেজাউল করিম। এই দোকান থেকে তিনি চাইলে কয়েক টুকরা মাংস বা সর্বনিম্ন ১৫০ গ্রাম মাংসও কিনতে পারবেন। এমন দোকান এ এলাকায় আর নেই। রেজাউল বলছিলেন, 'গোটা মুরগি কেনার সামর্থ্য হামার নাই। কুনো বড় দোকানোত গ্যালে দ্যাড় শ গ্রাম মাংস চ্যালে তো বেচপি ন্যা। তাই এটি আচ্ছি।' এই দোকানের নিয়ম হলো, ন্যূনতম ১৫০ গ্রাম মাংস এখানে বিক্রি হয়।

রেজাউলের মতো অনেক নিম্নবিত্ত মানুষের সাধ মেটাচ্ছে এসব দোকান। শুধু ক্ষেতলালে নয়, দেশের সাত জায়গায় দোকানগুলো তৈরি হয়েছে। এই বিশেষ ধরনের দোকানগুলোর নাম 'প্রাণিসম্পদ পণ্য বিক্রয়কেন্দ্র'। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মুরগিসহ সব ধরনের মাংসের দাম অনেকক্ষেত্রেই নিম্নবিত্তের নাগালের বাইরে। তাই এসব দোকানে ভিড় বাড়ছে প্রতিদিন। নিম্নবিত্তের মানুষের জন্য ন্যায্যমূল্যে স্বল্প পরিমাণের মাংসের এসব দোকান শুরু হয়েছে প্রায় পাঁচ বছর আগে। পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা এসব দোকান পরিচালনা করছে। ওই সব সংস্থার যারা উপকারভোগী সদস্য আছেন, তারাই ঋণ নিয়ে মুরগি ও হাঁস পালন করেন এবং তা বিক্রি করেন। তবে শর্ত একটাই, স্বল্প পরিমাণে মাংস বিক্রির সুবিধা দিতে হবে।

জয়পুরহাটের 'এসো' ছাড়া আরও ছয়টি সংস্থার মাধ্যমে এখন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও প্রাণিসম্পদ বিক্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। এগুলো হলো দিনাজপুরের গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র ও মহিলা বহুমুখী শিক্ষাকেন্দ্র, জয়পুরহাট সদরের জাকস ফাউন্ডেশন, খুলনার নবলোক পরিষদ, রাজশাহীর শতফুল বাংলাদেশ এবং শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)।

## PPEPP প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগীদের সন্তোষ প্রকাশ

অতিদারিদ্র্য নিরসনে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন PPEPP প্রকল্পের অর্থায়নকারী সংস্থা যুক্তরাজ্য সরকারের Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO)-এর একটি প্রতিনিধিদল ০১-০২ মার্চ ২০২৩ তারিখে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে।

বাংলাদেশে ব্রিটিশ হাইকমিশনের সিনিয়র ইকোনোমিক এডভাইজার মার্ক অ্যান্ডারসন-এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলটির সাথে প্রকল্প পরিচালক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধূরী এ পরিদর্শনে অংশ নেন। পরিদর্শন শেষে FCDO প্রতিনিধিবৃন্দ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

**PPEPP-EU প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর:** বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে Pathways to Prosperity for Extremely Poor People-European Union (PPEPP-EU) প্রকল্পের 'সাবসিডিয়ারি গ্রান্ট এগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষরিত হয়।

অর্থ বিভাগের পক্ষে যুগ্মসচিব আবু দাইয়ান মোহাম্মদ আহসানউল্লাহ ও পিকেএসএফ-এর পক্ষে সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

PPEPP প্রকল্পের মিডটার্ম রিভিউ-এর লক্ষ্যে ১২-১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে European Union (EU) কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসালটেন্ট পাওলো স্ক্যালিয়া প্রকল্পের কর্মএলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে অতিদরিদ্র সদস্যদের কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড, পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন, জলবায়ু সহনশীলতা সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা, প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। PPEPP প্রকল্পকে EU কর্তৃক বাংলাদেশে অর্থায়িত অন্যতম সেরা প্রকল্প হিসেবেও তিনি অভিহিত করেন।

**সম্পূরক খাদ্য প্যাকেজ বিতরণ:** PPEPP প্রকল্পের পুষ্টি কম্পোনেন্টের আওতায় ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সী তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত, খর্বাকৃতি ও কম ওজনের শিশুদের ২,৫০০ টাকা সমমূল্যের সম্পূরক খাদ্য প্যাকেজ বিতরণ করা হচ্ছে। কর্মএলাকায় এ পর্যন্ত ৮০০টি অতিদরিদ্র খানায় এ সম্পূরক খাদ্য প্যাকেজ প্রদান করা হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

## প্রতিবন্ধী, এতিমদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে SEIP প্রকল্প

বাংলাদেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১৫ সাল থেকে Skills for Employment Investment Program (SEIP) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রকল্পের ৩য় ধাপের আওতায় সারা দেশে ১৭টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

পিকেএসএফ নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রতিবন্ধী ও এতিম তরুণদের জন্যও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও, দেশে পেশাদার কেয়ারগিভারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বার্ধক্যজনিত ও শিশু পরিচর্যাজনিত সেবা প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল গঠনের লক্ষ্যেও পিকেএসএফ কাজ করে চলেছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সনদায়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করছে।

প্রকল্পের আওতায় মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩২,৯৯৮ জন প্রশিক্ষণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে সনদপ্রাপ্ত হয়েছেন মোট ৩০,৪৬৫ জন প্রশিক্ষণার্থী। এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী মোট ২১,৭২৪ জন কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন, যা মোট প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীর ৭১%। এর মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন ৬,৫১৫ জন ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানে নিযুক্ত হয়েছে ১৫,২০৯ জন। প্রকল্পের বিশেষায়িত কার্যক্রমের আওতায় ২১৬ জন প্রতিবন্ধী, ৩০০ জন এতিম ও ৩৪০ জন তরুণকে Caregiving ট্রেডে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়েছে।

*পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ২১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে নতুন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান 'রিসডা- বাংলাদেশ', বিরুলিয়া, সাভার আয়োজিত ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন*

প্রকল্পের নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমের আওতায় বিগত ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও মুখ্য সমন্বয়কারী, SEIP কর্তৃক 'Jagorani Chakra Foundation (JCF)' ও 'Rural Reconstruction Foundation (RRF)' যশোর এর চলমান প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থাপন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রকল্প নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের গুণগতমান বজায় রাখার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয় ।

## RAISE প্রকল্প: মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে ৩৭৬ কোটি টাকা বিতরণ

'ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ'- এ দর্শনকে ধারণ করে পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংক-এর যৌথ অর্থায়নে RAISE প্রকল্পটি ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সারাদেশে Urban ও Peri-urban এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তার মানব সক্ষমতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন চলমান রয়েছে।

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ৩৪,১৮৯ উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ৩৭৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ১৬,৪৬০ উদ্যোক্তাকে 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ৩,১৮৩ তরুণ ২৪টি ট্রেডে ১,৫৩৯ মাস্টার ক্রাফটসপার্সনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ০৬ মাস মেয়াদি শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সহযোগী সংস্থা সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এসডিআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি শিক্ষানবিশদের ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি উদ্যোক্তার গুণাবলী অর্জনেরও পরামর্শ প্রদান করেন।

প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সহযোগী সংস্থার ২৬৭ জন কর্মকর্তাকে প্রকল্পের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের আওতায় ২২ মার্চ ২০২৩ তারিখে 'তরুণ উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন বিষয়ক' এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় পিকেএসএফ-এর প্যানেল লিডারবৃন্দ, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সহযোগী সংস্থার প্যানেলভুক্ত ডেস্ক অফিসারবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

# উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শন

**মৌলভীবাজারে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম পরিদর্শনে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান:** পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ২০-২২ মার্চ ২০২৩ তারিখে মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর, বড়লেখা ও কমলগঞ্জ উপজেলায় সহযোগী সংস্থা পাতাকুঁড়ি সোসাইটি ও পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিদর্শনসহ বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। পরিদর্শন শেষে ড. কিউ কে আহমদ মনিপুরী সম্প্রদায়ের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

**চরাঞ্চলে কার্যক্রম পরিদর্শন:** পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ১৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি ও সাঘাটা উপজেলার চরাঞ্চলে এবং গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নে এসকেএস ফাউন্ডেশনের কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বলেন, চরের মানুষ আর হতদরিদ্র থাকতে চায় না। 'আপনারা নিজেদের উন্নয়নের পথ বেছে নিচ্ছেন। ফলে, আপনাদের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।' ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের নীলকুঠির চরে এসকেএস ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত সমন্বিত শস্য ও প্রাণিসম্পদ খামার পরিদর্শন করেন। তিনি সদস্যদের সঙ্গে দল ও পরিবার পর্যায়ে বৈঠক করেন। স্থানীয় মানুষের কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা সরেজমিনে দেখেন। তিনি তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। নারীদের সঙ্গে বৈঠকে ড. হালদার বলেন, 'বাড়িতে বসে না থেকে চরের প্রত্যেকটি নারীকে একেকজন উদ্যোক্তা হতে হবে। তাহলে উন্নয়ন সুসংহত হবে।'

উঠান বৈঠকের পাশাপাশি নমিতা হালদার এসকেএস ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সহায়তায় নীলকুঠির চরে গড়ে ওঠা বিউটি বেগমের 'সমন্বিত শস্য ও প্রাণিসম্পদ' এবং ফুলছড়ি বাজারে কৃষিপণ্যের 'মার্কেট লিঙ্কেজ' কার্যক্রম দেখেন। তিনি সাঘাটা উপজেলার সাঘাটা ইউনিয়নে গোবিন্দী দক্ষিণপাড়ায় 'ফুড ব্যাংক' পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট নারী সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কামদিয়া ইউনিয়নে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামে এসকেএস ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং সামাজিক সচেতনতা ও নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ড. হালদার। এ সময় এসকেএস ফাউন্ডেশনের নির্বাহী প্রধান রাসেল আহম্মেদ (লিটন), সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

**কলা চাষ প্রকল্প পরিদর্শন:** ১৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে ড. নমিতা হালদার বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবেশসম্মত উপায়ে জি-৯ কলা চাষ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তিনি কৃষক মাঠ দিবসে উপস্থিত চাষীদের সাথে মতবিনিময় ও বক্তব্য রাখেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন টিএমএসএস প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগম। পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহযোগিতায় টিএমএসএস SEP প্রকল্পের আওতায় চাষীদের মধ্যে কলাচাষের এই প্রকল্প সম্প্রসারণে কাজ করছে।

**টিএমএসএস-এর নারী দিবসের আলোচনা সভায় যোগদান:** ১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে বগুড়ার টিএমএসএস-এর হোটেল মম ইন-এ, সহযোগী সংস্থা টিএমএসএস কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ড. নমিতা হালদার বলেন

ইন্টারনেটের মাধ্যমে নারী ঘটিত অপরাধ সম্পর্কে সব বয়সের নারীদের সজাগ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বিশেষ করে, সাইবার অপরাধ সম্পর্কে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের করণীয় সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে।

**তৈরি পোশাকের ব্র্যান্ড ই-বসন উদ্বোধন:** ড. নমিতা হালদার এনডিসি ৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে সিরাজগঞ্জে 'এনডিপি দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা এনডিপি কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে ই-কমার্স ওয়েবসাইট 'ই-বসন' (www.eboshon.com)-এর উদ্বোধন করেন। এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে SEP প্রকল্পের আওতায় যে সকল উদ্যোক্তা পরিবেশসম্মত উপায়ে নিরাপদ কারখানায় শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা ইত্যাদি পোশাক তৈরি করেন, সেগুলো প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হবে।

এনডিপি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত অন্যান্য কার্যক্রম ও প্রকল্পের প্রদর্শনী হয়। প্রধান অতিথি এ সময় বিভিন্ন প্রকল্পের স্টল পরিদর্শন করেন। প্রদর্শনীতে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করা হয়, যার মধ্যে SEP'র উপ-প্রকল্প প্রথম স্থান অধিকার করে।

**গরু মোটাতাজাকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন:** ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সহযোগী সংস্থা এসডিআই কর্তৃক বাস্তবায়িত নিরাপদ গরু মোটাতাজাকরণ উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

পরিদর্শনকালে এসইপি প্রকল্পের আওতায় ধামরাইয়ের বাথুলি হাটে নির্মিত স্থায়ী র‍্যাম্প, আধুনিক WASH ব্যবস্থা, ও সরবরাহকৃত ডিজিটাল ওজন মাপার যন্ত্র উদ্বোধন করেন তিনি। এতে স্থানীয় খামারি ও ব্যবসায়ীদের জন্য উন্নত পরিবেশ ও উত্তম বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন স্থানীয়রা।

এ সময় তিনি প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত গবাদি পশুপাখির স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগারে আরও নতুন নতুন সেবা যুক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে তিনি প্রকল্পের কর্মকর্তাসহ ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা ও গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

### অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয়ের পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে SEP প্রকল্পভুক্ত 'মহিষ পালন' উপ-প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে ভোলায় স্থাপন করা একটি 'মহিষ উন্নয়ন ও প্রজনন খামার' এবং একটি 'প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্র' উদ্বোধন করেন। এছাড়া, তিনি সংস্থা কর্তৃক ভোলার দুর্গম চরে প্রতিষ্ঠিত মহিষের আধুনিক কেল্লা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন এবং প্রকল্পের কর্মকর্তা ও ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

২২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে মোঃ ফজলুল কাদের সিরাজগঞ্জ জেলায় সহযোগী সংস্থা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি) কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র বর্জ্য শোধনাগার (Effluent Treatment Plant-ETP) পরিদর্শন করেন। SEP প্রকল্পের কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে অল্প খরচেই এই ETP স্থাপন করা হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ২১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে SEIP প্রকল্পের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় নতুন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান 'রিসডা-বাংলাদেশ', বিরুলিয়া, সাভার আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'ফ্যাশন গার্মেন্টস' ও 'রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং' ট্রেডের ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন এবং প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে Specialized Geriatric Care Institute সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জে কেয়ারগিভিং কোর্সের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন কুমিল্লা জেলায় সহযোগী সংস্থা পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার কার্যালয়ে ৫০ জন শাখা ব্যবস্থাপক ও তদূর্ধ্ব পদবির সকল কর্মকর্তার সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে নোয়াখালী জেলায় BD Rural WASH প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ২৭টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধির অংশগ্রহণে আয়োজিত আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন সুনামগঞ্জ জেলায় সহযোগী সংস্থা FIVDB প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে BD Rural WASH প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে একটি সভা মতবিনিময় করেন। তিনি ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে তাহিরপুর উপজেলায় সহযোগী সংস্থা TMSS কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করেন।

## PACE প্রকল্প: আরো ২৪ হাজার উদ্যোক্তাকে সহায়তা দিতে নতুন উপ-প্রকল্প গ্রহণ

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইফাদ অর্থায়িত PACE প্রকল্পটি বর্ধিত মেয়াদে (২০২১-২০২৩) বাস্তবায়িত হচ্ছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন, সাব-সেক্টর ভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্যসম্মত গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোগে শোভন কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে ই-কমার্স সেবা সম্প্রসারণে কাজ করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় কৃষি ও অকৃষি উপখাতে ৪৬টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে অতিরিক্ত ২২৫,৮৩৪ জন উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।

**নতুন ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প:** PACE প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, লবণাক্ত জমিতে উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ, সূর্যমুখী চাষ বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে ৪টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প সম্প্রসারিত আকারে শরীয়তপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা ও বরগুনা জেলায় বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪,৪৫০ জন প্রকল্প অংশগ্রহণকারী প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সহায়তা পাচ্ছেন।

**ক্ষুদ্র উদ্যোগ পণ্যের ব্রান্ডিং ও অনলাইন বিপণন সম্প্রসারণ:** PACE প্রকল্পের অতিরিক্ত অর্থায়নের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ পণ্যের মানোন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং ও ই-কমার্সভিত্তিক বিপণন সম্প্রসারণে বিশেষ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, যার আওতায় ১৮টি উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ উপ-প্রকল্পসমূহের আওতায় পিকেএসএফ-এর ১৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৯,৫০০ জন উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা পাচ্ছেন।

**অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর:** ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি ভ্যালু চেইন বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন-এর একটি দল এবং সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত ২জন উদ্যোক্তা সম্প্রতি ভারতে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি সংক্রান্ত প্রযুক্তি জ্ঞান আহরণে একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশগ্রহণ করেন। সফর থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা বিষয়ে তারা ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে একটি উপস্থাপনা প্রদান করে। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলুল কাদের।

**ইফাদ মিশন:** ১২-২১ মার্চ ২০২৩ তারিখে ইফাদের Implementation Support Mission পরিচালিত হয়। তারা PACE প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন শেষ করতে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে। মিশন পরিচালনাকারী দলটি সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলায় প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে।

প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে মিশনটি প্রকল্পের সফলতাগুলো যথাযথভাবে তুলে ধরতে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন ডকুমেন্টশনের ওপর গুরুত্বারোপ করে। ২১ মার্চ ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে মিশনের wrap-up সভা অনুষ্ঠিত হয়।

## নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় দুই গর্ত বিশিষ্ট ৪২ হাজার টয়লেট নির্মাণ সম্পন্ন

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্পের কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে 'বিসিসি ক্যাম্পেইন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কর্মএলাকার ৬টি (নোয়াখালী, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম) অঞ্চলে প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে নিয়ে ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৩ সময়ে দিনব্যাপী ৬টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে ৫ ধরনের বিসিসি ক্যাম্পেইন ও প্রকল্পের কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কিত স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা। কর্মশালায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য, ইনডিকেটর, নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় টয়লেট এবং কর্মএলাকা সম্পর্কে বিশদ ধারণা প্রদান করা হয়।

Behavioral Change Communication (বিসিসি) প্রচারণা প্রকল্পের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মাঠ পর্যায়ে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও টয়লেট নির্মাণে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা ও চাহিদা বৃদ্ধি করে। প্রকল্পের আওতায় ৫টি বিষয়ের ওপর বিসিসি সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে: নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি, নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় স্যানিটেশন, হাত ধোয়া, ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা ও শিশুর উন্নত ওয়াশ আচরণ। প্রত্যেক কর্মশালায় সহযোগী সংস্থার মনোনীত মধ্যম ও উচ্চ পর্যায়ের ৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ১১,৯৭১টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ৪২,৪০৩টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় দুই গর্ত বিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

## ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প ১৪ বছরে বিয়ে, অতঃপর বিচ্ছেদ, বর্তমানে বছরে ৪০ লাখ টাকা আয়

অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয় বগুড়ার শাজাহানপুরের সুরাইয়া ফারহানা রেশমার। বিবাহিত জীবনে তাকে নানান বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হয়। তার স্বামী নেশাগ্রস্ত ও জুয়া খেলতো। এভাবে চার বছর সংসার করার পর রেশমা মায়ের কাছে ফিরে আসেন। মা ও তার নানির কাছ থেকে প্রাপ্ত জমিতে তিনি কৃষি উদ্যোগের কাজ শুরু করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ২০১৪ সালে প্রশিক্ষণ শেষে ঋণ নেন তিনি। এরপর কেঁচো সার নিয়ে কাজ শুরু করেন। আস্তে আস্তে উদ্যোগের পরিসর বাড়তে থাকে। রেশমা বলেন, ‘আমি আমার মতো কাজ করতাম। গুছিয়ে হিসাব রাখতে পারতাম না। যুব উন্নয়ন ও গাক এনজিও-এর কর্মকর্তারা আমাকে হিসাব ব্যবস্থাপনা শিখিয়েছেন।’

বর্তমানে তার খামারে কেঁচো সার তৈরির রিংয়ের সংখ্যা ২০০টি। এছাড়া, ২০০টি ফলের ঝুঁড়িতেও তিনি কেঁচো সার তৈরি করছেন। হাউস বা চৌবাচ্চা পদ্ধতিতেও সার তৈরি করছেন এমন চৌবাচ্চা আছে ৬৫টি।

পাশাপাশি, তিনি পিকেএসএফ ও ইফাদ-এর অর্থায়নে RMTP প্রকল্প হতে সহযোগী সংস্থা গাক-এর মাধ্যমে নতুন করে অনুদান পান। অনুদানের অর্থ দিয়ে ট্রাইকো কম্পোস্ট তৈরি শুরু করেন। প্রকল্প হতে কম্পোস্ট ঝুড়ি করার জন্য মেশিন ক্রয়ের অনুদান প্রদান করা হয়।

বর্তমানে তিনি প্রতি মাসে প্রায় ৩০ টন ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন করছেন। এসব কেঁচো সার বাড়ি থেকে পাইকারিতে ১০ টাকা ও অনলাইনে ১৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেন। রেশমার খামারে গরু আছে ২৫টি। ৬টি গাভি দিনে ৩৫ লিটার দুধ দেয়। দুধ বিক্রি করেন ৫০ টাকা লিটার দরে। ছাগল আছে ১৫টি। হাঁস ১২০টি। দেশি মুরগি ২০০টির বেশি। কবুতর, পুকুরের মাছ ও নিরাপদ সবজি তো আছেই। জমিতে ধান চাষও হচ্ছে। বাড়িসহ তার মোট জমির পরিমাণ ছয় বিঘা। ‘রেশমা কৃষি উদ্যোগ’ নামে তার ফেসবুক পেইজও আছে।

রেশমার খামারের সব খরচ বাদ দিয়ে বছরে নিট লাভ ৪০ লাখ টাকা। তার বর্তমান মূলধনের পরিমাণ এক কোটি দুই লাখ টাকা। রেশমা তার প্রকল্পে ১৬ জন নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তার কাজ দেখে আরও ২০ জন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন। রেশমার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ‘জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২২’ পেয়েছেন।

এখন গ্রামের মানুষ স্বীকার করেন, অন্য ছেলেরা যা করতে পারেনি, তা করে দেখিয়েছেন রেশমা। ভবিষ্যতে বড় কিছু হতে চান তিনি। তার মতো অন্য নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে চান।

## স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রকল্প

স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের জন্য পিকেএসএফ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (জাগৃক) যৌথভাবে ২০ অক্টোবর ২০১৬ সাল থেকে বিশ্বব্যাংক-এর অর্থায়নে ‘স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা’ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

পিকেএসএফ-এর সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এ প্রকল্পের Shelter Support and Lending কম্পোনেন্ট-এর আওতায় ১৩টি শহরে গৃহ নির্মাণ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ নতুন বাড়ি নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত বাবদ ১১,৯০৬ জন ঋণগ্রহীতাকে মোট ২৫১.৩৮১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

এদের মধ্যে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মেয়াদে ১১৭ জন সদস্যকে ৩.১৪৬ কোটি টাকা আবাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৮%।

## আবাসন ঋণ কার্যক্রম

পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ‘আবাসন ঋণ’ শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ১৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কর্মসূচিটি দেশের ২৯ জেলার ৬৭ উপজেলায় ১৬৫টি শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

এ কর্মসূচির আওতায় নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ১১,৪৪২ জন সদস্যকে মোট ২৬২.৫২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

এর মাঝে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সময়ে ১,৪৪৯ জন সদস্যকে ৩২.৪৭ কোটি টাকা আবাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

# নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও উত্তম কৃষি চর্চায় কাজ করছে RMTP প্রকল্প

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি নির্বাচিত উচ্চ মূল্যমানের কৃষি পণ্যের ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, উদ্যোক্তা এবং অন্যান্য মার্কেট এ্যাক্টরদের আয়, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) কাজ করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তুলনামূলক উৎপাদন সুবিধা, বাজার চাহিদা ও প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা রয়েছে এমন কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও, প্রকল্পের আওতায় Internet of Things (IoT), Crowdfunding Platform ও অন্যান্য Digital সুবিধা সংক্রান্ত নতুন নতুন প্রযুক্তি/পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা হচ্ছে।

RMTP-এর ৬৪টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, মাঠ পর্যায়ে গবাদিপ্রাণির সুশৃঙ্খল ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন, কৃষক পর্যায়ে উচ্চমানের ঘাস চাষ, সাইলেজ প্রস্তুতপূর্বক প্রক্রিয়াজাত-ঘাস বাজারজাতকরণ, উৎপাদিত পণ্যের সনদায়ন, নিরাপদ পদ্ধতিতে সবজি চাষ, cold pressed সরিষার তেল উৎপাদন, বিএসটিআই ও হালাল সনদ সংবলিত দেশি মুরগির মাংস বিপণন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এছাড়াও, পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার দর্জিপাড়া গ্রামে খামারি পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে টিউলিপ ফুল উৎপাদন, প্রদর্শন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ খাত, শস্য, ফসল, ফল-এর ওপর Global G.A.P. বিষয়ে ১১০ জন মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে খামারি পর্যায়ে ১২,৪১৬ জনকে Global G.A.P. বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। খামারিরা এখন উত্তম কৃষি চর্চার নীতি অনুসরণ করে কৃষি ও প্রাণিজ পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করছেন। এছাড়াও, বিএসটিআই হতে বিভিন্ন এলাকার উদ্যোক্তা প্রাণিজ পণ্যের ওপর ৩টি সনদ গ্রহণ করেছেন।

# তেঁতুলিয়ায় টিউলিপ বাগান পরিদর্শনে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত H.E. Winnie Estrup Petersen এবং ইফাদ বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর Arnoud Hameleers ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ায় টিউলিপ বাগান পরিদর্শন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ও RMTP-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং ইএসডিও-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

এ বছর, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ইএসডিও-এর মাধ্যমে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার দর্জিপাড়া গ্রামে RMTP-এর আওতায় ২০ জন কৃষক সফলভাবে টিউলিপ ফুল চাষ করেন।

উল্লেখ্য, পিকেএসএফ, ইফাদ ও ডানিডার যৌথ অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ মৌসুমে মোট এক একর জমিতে টিউলিপ চাষ করে এসব চাষীদের প্রত্যেকে ৪০ হাজার টাকা করে মুনাফা পান।

# প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দেশব্যাপী ২১২টি ইউনিয়নে ১০১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ৪.০৫ লক্ষ প্রবীণকে নিয়ে 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের বিভিন্ন রকম ভাতা সুবিধা, জীবন-সহায়ক উপকরণ, ও চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া, প্রবীণদের সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান, অসচ্ছল পরিবারের মৃত প্রবীণ ব্যক্তির সৎকার ভাতা প্রদানের পাশাপাশি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশে বিভিন্ন চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড (যেমন: সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া কার্যক্রম) পরিচালিত হয়ে থাকে। এ কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী ২০১টি ইউনিয়নে ২০১ জন প্রবীণ সদস্যকে একটি করে টি স্টল (প্রবীণ সোনালি উদ্যোগ) নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রবীণ সদস্যের মধ্যে ১২ জন নারী।

# সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পিকেএসএফ ২০১০ সালে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি 'সমৃদ্ধি' বাস্তবায়ন শুরু করে। বর্তমানে এ কর্মসূচি দেশের ৬১টি জেলার ১৯৭টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ ১১০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৩.৩৬ লক্ষ খানার প্রায় ৬০.৩০ লক্ষ সদস্যকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে: স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, শিক্ষা সহায়তা, পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধি ঋণ, উন্নয়নে যুব সমাজ, বিশেষ সঞ্চয়, উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন, সমৃদ্ধ বাড়ি ইত্যাদি।

*পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে প্রশিক্ষণার্থীরা*

**জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন:** 'উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজ সেবায়' প্রতিপাদ্যে ২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দেশব্যাপী উদ্‌যাপিত জাতীয় সমাজ সেবা দিবস উপলক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ১৯৭টি ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

**কর্মশালা:** সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে কর্মরত ২১৭ জন 'সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা' এবং ১১৯ জন 'শিক্ষা সুপারভাইজার'-এর কাজকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ১৬, ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে ৩টি ব্যাচে দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন।

**প্রশিক্ষণ:** সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমে নিয়োজিত ৩৬৩ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তার পেশাগত জ্ঞান ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ থেকে পিকেএসএফ ভবনে একটি ব্যাচভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এ পর্যন্ত সাতটি ব্যাচে মোট ২৬১ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

# কিশোর-কিশোরীদের মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা উন্নয়নে কাজ করছে কৈশোর কর্মসূচি

'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জুলাই ২০১৯ হতে পিকেএসএফ-এর 'কৈশোর কর্মসূচি' উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এই কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও পুনর্বিন্যাস করে ৬৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৫৫টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে কর্মসূচির আওতায় ১৪২টি উপজেলায় শতভাগ ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে দুইটি কিশোর ও কিশোরী ক্লাব গঠনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এ পর্যন্ত ১৭,৫০৯টি ক্লাব গঠন করা হয়েছে এবং এ ক্লাবগুলোর মাধ্যমে প্রায় ৩.৪৬ লক্ষ কিশোর-কিশোরী সদস্য সংগঠিত হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড এই ৪টি পরিসরে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ প্রান্তিকে কিশোর-কিশোরী ক্লাবসমূহ নিয়মিতভাবে সভা আয়োজন এবং অভিভাবকগণের অংশগ্রহণে বিভিন্ন বিষয়ে উঠান বৈঠক আয়োজন করেছে। এ সকল কার্যক্রমের বাইরেও সহযোগী সংস্থাসমূহ এই সময়ে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

একই সময়ে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা বাল্যবিবাহ, যৌতুক, যৌন হয়রানি এবং নারী, শিশু ও প্রবীণ নির্যাতনের ঘটনা স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছে।

কৈশোর কর্মসূচি এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি এবং সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের আওতায় মাঠপর্যায়ে নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

সহযোগী সংস্থাসমূহ ক্লাব সদস্যগণের অংশগ্রহণে বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন; মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ এবং ইভটিজিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে আলোচনা সভা; আন্তঃকিশোর-কিশোরী ক্লাব ফুটবল, ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ও বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন; নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে।

# প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ প্রান্তিকে পিকেএসএফ ভবনে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় মোট ১৬৮ জন কর্মকর্তাসহ চলমান অর্থবছরে সর্বমোট ১৮টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের ৩৭৭ জন কর্মকর্তাকে ০৯টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে ৫দিন মেয়াদি 'Leadership for Development Professionals' শীর্ষক নতুন একটি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। বিগত ১২-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ বর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্সটির ১ম ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত নবীন প্রজন্মের কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে ২টি ব্যাচে ৫০টি সহযোগী সংস্থার মোট ৫০ জন কর্মকর্তাকে 'Executive Leadership Training' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ১৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে সহযোগী সংস্থা 'দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা'-এর কুষ্টিয়াস্থ নিজস্ব ভেন্যুতে 'Sustaining Organizational Legacy' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ শাখার রিসোর্স পুলে অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তাগণকে দক্ষ ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিগত ০৫-০৭ মার্চ ২০২৩ তারিখ প্রশিক্ষণ শাখার আয়োজনে রিসোর্স পুলে অন্তর্ভুক্ত ২৪ জন কর্মকর্তার জন্য ২য় ব্যাচে The Art of Facilitation শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ১১ জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:** জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ সময়ে পিকেএসএফ-এর মোট ১৯ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে Asian Institute of Technology (AIT)-এর আয়োজনে ভিয়েতনামে 'Management and Implementation of Agricultural and Rural Development Projects' শীর্ষক প্রশিক্ষণে ০৯ জন কর্মকর্তা এবং থাইল্যান্ডে 'Project Management with an Emphasis on Agricultural and Rural Development Projects' শীর্ষক প্রশিক্ষণে ০৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, National Banking Institute, নেপাল-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত 'Microfinance Conference-Issues, Challenges and Direction for Nepalese MFIs' শীর্ষক সম্মেলনে একজন কর্মকর্তা Ges Value Chain Capacity Building Network (VCB-N) Project, HELVETAS Swiss Intercooperation-এর আয়োজনে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত 'SUSTAIN Design and Planning Workshop for SECAP Training and Community of Practice (CoP) Kick-Off' শীর্ষক কর্মশালায় একজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

**অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ:** জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ সময়ে পিকেএসএফ-এর মোট ২০৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ/কর্মশালার বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে E-Governance for Sustainable Development, Development Project Planning and Management, Cryptographs, Information and Cyber Security, Fire Safety দুর্যোগ পূর্বাভাসভিত্তিক সাড়াদান (FbF/A)) টাস্কফোর্স, iBAS++ এর বাজেট প্রণয়ন মডিউলে ডাটা এন্ট্রি ইত্যাদি।

# পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

## ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

জুলাই'২২-ফেব্রুয়ারি'২৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৬,১৬৮.১১ কোটি (টেবিল-২) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৫৩,২৭১.৬৩ কোটি (টেবিল-১) টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৪৭ ভাগ। নিচে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

**টেবিল-১ : ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)**

| কর্মসূচি/প্রকল্প<br>মূলস্রোত কর্মসূচি | ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) (ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত) | ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) (২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ তারিখে) |
|---|---:|---:|
| জাগরণ | ১৭৯৪৮.৭৪ | ২৬৯৪.৮৭ |
| অগ্রসর | ১০১৪০.৭৩ | ২৩৫১.২১ |
| সুফলন | ১১৯৯৭.২৬ | ৬৭১.৬০ |
| বুনিয়াদ | ৩৪২০.৪৭ | ৪৯৯.৯৪ |
| কেজিএফ | ১৪৯১.৪৫ | ১৩১.৮০ |
| সমৃদ্ধি | ১৪০১.১৩ | ৪৫৯.৪০ |
| এলআরএল | ১১০০.০০ | ৬৭৪.২৮ |
| লিফট | ২৪৩.৭২ | ৫৫.২৯ |
| এসডিএল | ৬৯.৮০ | ৭.৬১ |
| আবাসন | ২৩৭.২৫ | ২১২.১৬ |
| অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ) | ৪২৩.৪৩ | ৪৩.১৭ |
| **মোট (মূলস্রোত কর্মসূচি)** | **৪৮৪৭৩.৯৮** | **৭৮০১.৩৪** |
| **প্রকল্পসমূহ** | | |
| ইফরাপ | ১১২.২৫ | ১.৩৭ |
| এফএসপি | ২৫.৮৮ | ০.০০ |
| এলআরপি | ৮০.৩৮ | ০.০৬ |
| এমএফএমএসএফপি | ৩৬১.৯৬ | ৯.০৮ |
| এমএফটিএসপি | ২৬০.২৩ | ০.১২ |
| পিএলডিপি | ৫৯.৩৯ | ০.০০ |
| পিএলডিপি-২ | ৪১৩.০২ | ৮.৭৫ |
| এলআইসিএইচএসপি | ১৭০.৮০ | ১০৫.৩৪ |
| অগ্রসর-এমডিপি | ১৬৪৫.৮৭ | ৮৮৬.৫৮ |
| অগ্রসর-এসইপি | ৭৩২.৫০ | ৩১২.২২ |
| অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ) | ৯৩৫.৩৭ | ৮০৩.৫৫ |
| **মোট (প্রকল্পসমূহ)** | **৪৭৯৭.৬৪** | **২১২৭.০৬** |
| **সর্বমোট** | **৫৩২৭১.৬৩** | **৯৯২৮.৪১** |

**Component-wise Loan Disbursement : PKSF to POs**
**FY 2022-23 (Up to Feb.'23) (Crore BDT)**

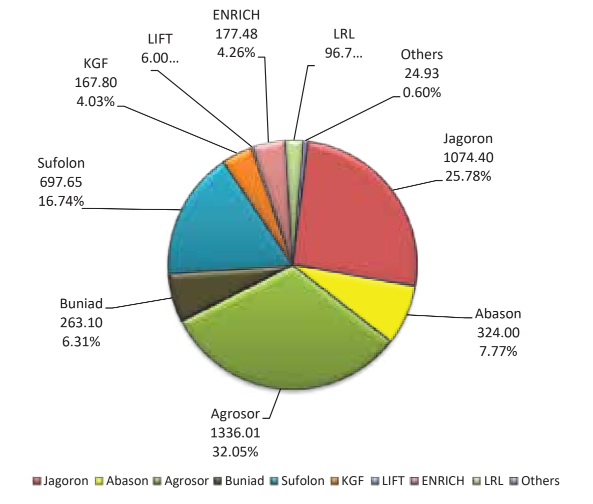


**টেবিল-২: ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহীতা)**

ঋণ বিতরণ ২০২১-২০২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়)

| কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ | পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা (জুলাই '২২- ফেব্রুয়ারি ২০২৩) | সহ. সংস্থা-ঋণগ্রহীতা (জুলাই '২২) |
|---|---:|---:|
| জাগরণ | ১০৭৪.৪০ | ২২৩৬.৬৯ |
| অগ্রসর | ১৩৩৬.০১ | ২২৯৩.৮৬ |
| বুনিয়াদ | ২৬৩.১০ | ৬৫.৯০ |
| সুফলন | ৬৯৭.৬৫ | ৬২৮.২২ |
| কেজিএফ | ১৬৭.৮০ | ৩৬.৩১ |
| লিফট | ৬.০০ | ১৯.৩০ |
| সমৃদ্ধি | ১৭৭.৪৮ | ৫৬.৭১ |
| এলআরএল | ৩২৪.০০ | ১১৪.৪৮ |
| আবাসন | ৯৬.৭৫ | ১১.০৪ |
| অন্যান্য | ২৪.৯৩ | ৮৭৭.৬৪ |
| **মোট** | **৪১৬৮.১১** | **৬৩৪০.১৫** |

## ঋণ বিতরণ (সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহীতা সদস্য)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে (জুলাই মাসে) পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৬,৩৪০.১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৫,৪৬,৭৩৩.৫০ কোটি টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.২৫ ভাগ। জুলাই ২০২২-এ সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৫২,৪৩১.৬৫ কোটি টাকা। একই সময়ে, সদস্য সংখ্যা ১.৭৭ কোটি, যার মধ্যে ৯০.৯২ শতাংশই নারী।

**Component-wise Loan Disbursement : POs to Clients**
**FY 2022-23 (In July. 2022) (Crore BDT)**

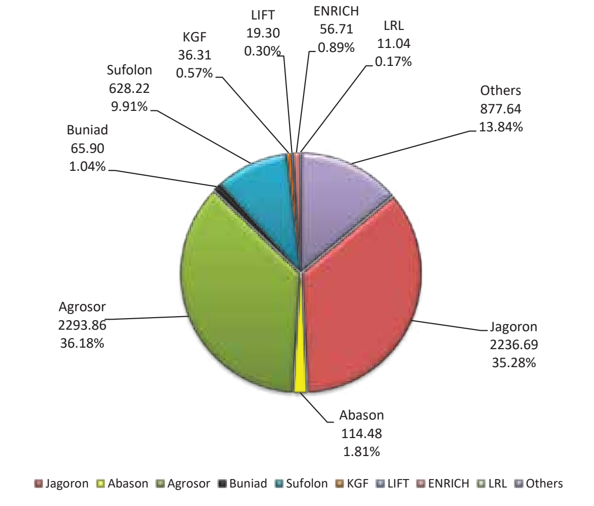

## একুশে পদক পেলেন সহযোগী সংস্থা বার্ডো-এর নির্বাহী পরিচালক

সমাজসেবায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ বছর একুশে পদক পেলেন পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ব্লাইন্ড এডুকেশন এন্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো)'-এর নির্বাহী পরিচালক মো: সাইদুল হক।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার হাতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'একুশে পদক' তুলে দেন। তিনিসহ মোট ১৯ জন ব্যক্তি ও ২টি প্রতিষ্ঠানকে এ বছর একুশে পদকে সম্মানিত করা হয়।

মোঃ সাইদুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত বার্ডো ২০০৮ সাল থেকে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মোঃ সাইদুল হকসহ একুশে পদকপ্রাপ্ত সকলকে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন।

## বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সহায়তা করবে বিশ্বব্যাংক

বাংলাদেশ ও ভুটানে বিশ্বব্যাংক-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর Abdoulaye Seck বলেছেন বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ তথা উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার যাত্রায় সহায়তা করবে বিশ্বব্যাংক।

'বাংলাদেশের জন্য ২৭ এপ্রিল ২০২৩-এ নতুন কান্ট্রি পার্টনারশিপ ফ্রেমওয়ার্কসহ বিশ্বব্যাংক-এর পরিচালনা পর্ষদের কাছে ১.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বরাদ্দ উপস্থাপন করা হবে। এই কান্ট্রি পার্টনারশিপ ফ্রেমওয়ার্কটি আলোচনা করবে কিভাবে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার যাত্রায় সহায়তা করবে', ২৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি সভায় Abdoulaye Seck এ কথা বলেন।

'Housing Loan for the Low-Income People: the findings of the final evaluation of Low-Income Community Housing Support Project (LICHSP)' শীর্ষক এই সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

ড. নমিতা হালদার তার বক্তৃতায় বলেন, LICHSP একটি চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প যা উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারা অত্যন্ত সন্তোষজনক বলে মূল্যায়ন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, পিকেএসএফ প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বদা অত্যন্ত আন্তরিক এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সভায় পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত পিকেএসএফ এর বিভিন্ন প্রকল্পের ওপর উপস্থাপনা প্রদান করেন। সভায় বিশ্বব্যাংক, পিকেএসএফ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিতছিলেন।

পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. এ.কে.এম. নুরুজ্জামান 'PKSF's Journey with the World Bank and LICHSP' বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন। বিশ্বব্যাংক-এর লিড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট এবং টাস্ক টিম লিডার সনিয়া এম সুলতান 'The World Bank Reflection on LICHSP' বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন।


বুক পোস্ট

পিকেএসএফ পরিক্রমা

উপদেশক : ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ড. তাপস কুমার বিশ্বাস

সম্পাদনা পর্ষদ : সুহাস শংকর চৌধুরী, মাসুম আল জাকী
সাবরীনা সুলতানা